তারিখ 2 0 OCT 2015
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

জবি : স্বপ্ন ও বাস্তবতা

প্রফেসর ড. মীজানুর রহমান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় একটা বাস্তবতা; স্বপ্ন নয়। যদিও নতুন বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা মাথায় রেখে এটাকে একটি পরিপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাই আমার প্রধান কাজ। স্বীকার করতেই হবে, এর রয়েছে জন্মগত ত্রুটি। অন্যান্য নতুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পার্থক্য হলো, সরকারি একটি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়েছে এটিকে। ফলে বিভিন্ন সমস্যা নিয়েই এটি পথচলা শুরু করে। ১৯-২০ হাজার শিক্ষার্থী নিয়ে দেশের মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে থাকলেও মাত্র সাড়ে সাত একর জমির ওপর এর অবকাঠামো প্রতিষ্ঠিত, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের (১০ একর জায়গা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত) থেকেও কম। সত্যিকারের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তাই অনেক কাজ করতে হবে।

একাডেমিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি করলে এটি বড় বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে; জ্ঞান বিতরণ ও জ্ঞান আহরণের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হিসেবে পরিণত করা যেতে পারে। ৩২টি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স আছে এখানে। কিন্তু সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গী যথা সঙ্গীত, চারুকলা, নাট্য, নৃত্য ও চলচ্চিত্র বিষয় হিসেবে এখানে পঠিত হতো না। এসব কোর্স না থাকার কারণে সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো উপেক্ষিত রয়ে গিয়েছিল। অথচ এক সময় আদি ঢাকার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল প্রসিদ্ধ। 'বিউটি বোর্ডিং' থেকে শুরু করে বাংলাবাজারের বইয়ের দোকানগুলো সেই ঐতিহ্যকে লালন করছে। অন্যদিকে ঢাকা শহরের অর্ধেক জনগোষ্ঠী সেখানকার বাসিন্দা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, রমনা, ধানমণ্ডিকে কেন্দ্র করে নতুন ঢাকার উৎসব-অনুষ্ঠান সরগরম থাকে। পুরান ঢাকার লোকদের সেখান থেকে যানজট অতিক্রম করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক বলয়ে আসতে হয়। ফলে সেখান থেকে অনেকে আসতে নিরুৎসাহী হন। নতুন ঢাকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মতো পুরান ঢাকায় বাঙালি সংস্কৃতির জাগরণ ঘটানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এ জন্যই লিবারেল আর্টস যথা চারুকলা, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ খোলা হয়েছে। এই এলাকার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও বিনোদনের উৎস হবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। এ খাতে জনশক্তি তৈরিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ভূমিকা রাখবে।

জগন্নাথের আবাসনের জন্য জায়গা দরকার। হল করতে হলে যে পরিমাণ জায়গা দরকার তা পাওয়া একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারের সহযোগিতা এবং হল পুনরুদ্ধার কমিটির অক্লান্ত পরিশ্রমে বেদখল হওয়া কয়েকটা ছাত্রাবাস (৩টি) নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এসেছে। সেগুলোর বর্তমান স্থাপনা ঝুঁকিপূর্ণ। জায়গা কম হওয়ায় সেখানে পূর্ণাঙ্গ 'হল' হবে না। অন্যান্য ছোটখাটো আবাসনের ব্যবস্থা হয়তো করা যাবে। হল করতে হলে বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে কেরানীগঞ্জ উপজেলার চর কোন্দলিয়া মৌজার ৬ দশমিক ৬৯ একর খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে কেরানীগঞ্জে জায়গা কেনা হয়েছে। যেখানে ১২০ কোটি টাকার প্রকল্পে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে একটি ছাত্র হল ও একটি একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হবে। আমি ২০১৩ সালের ২০ মার্চ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে যোগ দিয়েছি। এ সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনেক কাজই সম্পন্ন হয়েছে। সবচেয়ে বেশি মনে রাখা দরকার 'কালচারাল শিফট'-এর কথা। একটা সরকারি কলেজ থেকে যখন এটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয় তখন কলেজের পুরনো কিছু ভবন, আসবাব, বইপত্র, এর সঙ্গে কিছু ছাত্র-শিক্ষক আর একটা কলেজ কালচার পেয়েছিল। সময়ের বিবর্তনে কলেজের যে কালচার সেটা আস্তে আস্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের কালচারে রূপান্তরিত হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, মাত্র ১০ বছর পূর্ণ হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স। বয়সের হিসাব কষলে কলেজজুড়ে দিলে ১৫০ বছর হতে পারে। পুরনো ভবন, স্থাপনা ও নামের সম্পর্ক থাকলেও আগের কলেজের ছাত্র-শিক্ষক কারোরই সম্পর্ক নেই বর্তমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। ২০০৫ সাল থেকে আগের একাডেমিক পরিবেশ পাল্টে গেছে। যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো সবচেয়ে যোগ্যতাসম্পন্নদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এখানে। এদের মধ্যে ৯০ শতাংশই তরুণ শিক্ষক। যারা অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল, প্রতিভাবান। মেধাবী শিক্ষার্থীরা আসছে। সবাই মিলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করব আমরা।

উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়